Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue:76
October-December 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-11.05
Published: 2024-01.11

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.257

Evolution of Thoughts of Hanafi Jurists in Applying the Principle of *Al Akhdhu Bil Aqall* (Accepting the Least Amount) in Islamic Jurisprudence : An Analysis

Toha Toriq*

Abstract

One of the most important principles of Islamic Jurisprudence is Al Akhdhu bil Aqall which signifies rulling for the least or accepting the least amount. Through this principle, the jurists have endeavored to determine which of the various amounts mentioned in the legal opinions of Islamic jurists should be accepted. The preponderance of straightforward explanations on the topic may be seen because there exists no well-structured discussion on the topic in Bangla. The present article has discussed how the Hanafi jurists have applied this principle. This study employs a descriptive and longue duree style to discuss the ideas of notable Hanafi jurists and provides an analytical overview of the evolution of their perspectives in this regard throughout times. It showed that while early Hanafi jurists utilized this principle derived from the Shafi'i school of thought in a variety of cases, the later Hanafi jurists held a very unfavorable opinion of this principle. Consequently, the thought of Hanafi Jurists on Al Akhdhu bil Aqalll has experienced a significant transition and their opinions on the matter are varied.

Keywords: Hanafi Jurist, Usul-al-Fiqh, Al Akhdhu Bil Aqall, Differences of Opinion, Evolution.

ইসলামী আইনশাস্ত্রে الأخذ بالأقل (ক্ষুদ্রতর পরিমাণ গ্রহণ করা) নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহদের চিন্তাধারার বিবর্তনঃ একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো : الأخذ بالأقل তথা ক্ষুদ্রতর বা সর্বনিম্ন পরিমাণ গ্রহণ করা। এই নীতির মাধ্যমে ফকীহগণ ফিকহী মাসআলায় উল্লেখিত বিভিন্ন পরিমাণের মাঝে কোনটি গ্রহণ করা হবে তা নির্ণয়ের প্রয়াস

* Toha Toriq is a Doctoral fellow at Princeton University, New Jersey, United States. He can be reached at toha.toriq@princeton.edu.

পেয়েছেন। বাংলা ভাষায় এই মূলনীতি নিয়ে সুগঠিত আলোচনা না থাকায় বিষয়টি নিয়ে সরল ব্যাখ্যার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত মূলনীতি হানাফী ফকীহগণ কিভাবে প্রয়োগ করেছেন– তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনামূলক (descriptive) ও দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণমূলক (*long duree*) পদ্ধতি অনুসরণ করে এখানে হানাফী ফকীহদের চিন্তাধারার বিবর্তন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাঁদের মতামতের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শাফিয়ী মাযহাব থেকে উদ্ভূত এই মূলনীতি প্রথমদিকের হানাফী ফকীহগণ বিভিন্ন মাসআলায় প্রয়োগ করলেও মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ (متأخرون) এই নীতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে হানাফী ফকীহগণের الأخذ بالأقل কেন্দ্রিক চিন্তাধারা একটি সুস্পষ্ট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মূলশব্দ: হানাফী ফকীহ, উসূলুল ফিকহ, আল আখযু বিল আকল্ল, ইখতিলাফ, বিবর্তন

ভূমিকা

ফিকহী পরিভাষায় الأخذ بالأقل অর্থ হলো বিভিন্ন মতামতের মাঝে সর্বনিম্ন পরিমাণকে ধর্তব্য মনে করে হুকুম দেয়া। প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ইমাম শাফিয়ী (মৃ. ২০৪ হি.) থেকে শুরু করে প্রচুর সংখ্যক উসূলবিদ এই মূলনীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকেই এ ব্যাপারে উসূলবিদদের ইজমা আছে বলে উল্লেখ করেছেন (Al Zarakshī 1994, 8/26) । তারপরেও উসূলবিদদের الأخذ بالأقل সম্পর্কে এই সব দাবি সঠিক কি না– তা নিয়ে পর্যালোচনার সুযোগ আছে। কিন্তু الأخذ بالأقل যে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে তাতে দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। প্রবন্ধে الأخذ بالأقل এর পরিচয় প্রদানের পর এর হুকুম নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে যে ইখতিলাফ তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি الأخذ بالأقل প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এর প্রয়োগক্ষেত্র ও শর্তগুলো না বুঝলে হানাফী ফকীহদের মতামত ও চিন্তার বৈচিত্র্য বোঝা সম্ভব নয়।

আরেকটি কারণে আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একটি জীবন্ত ঐতিহ্য (tradition) হিসেবে উসূলে ফিকহের প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক সময়ে ধরে রাখতে হলে এর অতীতের বিভিন্ন উপাদানকে নতুনরূপে হাজির করাটা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা অনেক সময় উসূলে ফিকহের এমন ব্যাখ্যা পাই, যা পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত মূলনীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে الأخذ بالأقل কে আধুনিক সময়ের পরিবর্তনের আলোকে অপব্যাখ্যা করার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য এর ঐতিহ্যগত (التراثي) ব্যাখ্যা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এটি এমন একটি নীতি, যাকে ভুলভাবে কাজে লাগিয়ে শরীয়তের অনেক হুকুম লঘুকরণ সম্ভব। এইজন্য এই নীতির ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যার বিপুলতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে এর তুরাছী ব্যাখ্যার দিকে সকলকে আগ্রহী করা এবং 'তুরাছ-বিচ্যুত' ব্যাখ্যা থেকে সতর্ক করা এই প্রবন্ধের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধে হানাফী ফকীহদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে কালানুক্রমিকভাবে হানাফী মাযহাবের প্রথিতযশা ফকীহদের মতামত পাঠ করে কিভাবে তাঁরা এই নীতি প্রয়োগ করেছেন তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবরকে সংক্ষিপ্ত রাখা এবং চিন্তার ক্রমবিবর্তনকে বোঝার মূল লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে এখানে বিভিন্ন সময়ের কতিপয় ফকীহদের বেছে নিতে হয়েছে। তাঁদের সামগ্রিক চিন্তাধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, الأخذ بالأقل এর ক্ষেত্রে প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য হানাফী ফকীহগণ এ নীতির স্বার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা স্বত:সিদ্ধ মূলনীতি হিসেবে সব জায়গায় এর প্রয়োগ না করলেও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে এর দ্বারস্থ হয়েছেন এবং প্রায়ই এই নীতি দ্বারা নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেছেন। তবে আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রহ. (মৃ. ১১১৯ হি.) থেকে শুরু করে পরবর্তী হানাফী উসূলবিদগণ মোটামুটি সকলেই এই নীতিকে খণ্ডন করেছেন। প্রবন্ধটিতে পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হয়নি বরং একটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ধারা কিভাবে সময়ের সাথে সাথে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে- তা বোঝার চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

পদ্ধতিগত আলোচনার ক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক (descriptive) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে পূর্ববর্তী উসূলবিদদের লেখা পাঠ করে তা উপস্থাপনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার উক্ত মূলনীতি ও তার প্রয়োগের যথার্থতা নিয়ে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেননি। পাশাপাশি পূর্ববতী উসূলবিদদের মতামত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাকাঠামোর সমন্বয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চিত্রায়ন অংকনপূর্বক কিছু ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবন্ধের শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, এই প্রবন্ধ একটি নির্দিষ্ট চিন্তালয়ের (school of thought) গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামতের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে পাঠ করার চেষ্টা চালিয়েছে। এই পদ্ধতির সাথে পশ্চিমা গবেষকদের অনুসৃত Historical-Critical Method (HCM) এর মিল থাকায় অনেকে এই দুইটি পদ্ধতিকে এক মনে করে ভুল করতে পারেন। কিন্তু হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিক্যাল মেথডের একটি সমস্যা হলো, এটি সমস্ত চিন্তাকে ইতিহাসের আবর্তন হিসাবে কল্পনা করে। অর্থাৎ, সকল ধারণা বা চিন্তা তার আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণেই উৎপত্তি হয়েছে বলে ধরা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়টি থেকে দূরে থাকা হয়েছে। ফলে প্রবন্ধে এই দুইটি বিষয় না থাকায় সেটি আর HCM থাকেনি, বরং সাধারণ *longue duree* তথা দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে মানব মস্তিষ্কজাত চিন্তার বিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, কোনো ধারণা (concept) কে সামগ্রিকভাবে সময়ের আলোকে আলিমগণ পরিবর্তন করে ফেলেছেন- এরকম চিন্তা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী। সেই সতর্কতাকে আমলে

নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই হানাফী ফকীহগণ নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে মতামতের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপাদানের আলোকেই এ বিবর্তন ঘটেছে- এরকম ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সমকালীন চিন্তাধারার বিভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কিছু গবেষণার নির্যাস উপস্থাপনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এতেই পাঠকবৃন্দ বর্তমানে এই বিষয়ক গবেষণার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহ বিভাগের শিক্ষক তাহের মু'তামিদ খলীফ আল সিসি এর - قاعدة "الأخذ بأقل ما قيل" وتطبيقاتها الفقهية- শীর্ষক প্রবন্ধটি এ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। প্রবন্ধটিতে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ এই নীতিকে কিভাবে বিভিন্ন মাসআলায় ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করেছেন তা দেখিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ক তিনটি মতামত ফকীহদের মধ্যে বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন। এক: এই নীতির উপর ভিত্তি করে হুকুম প্রমাণ করা বৈধ, দুই: এটি বৈধ নয়, তিন: এই নীতিকে শুধুমাত্র বিভিন্ন মতামতের উপস্থিতিতে অগ্রাধিকার দানে ব্যবহার করা যাবে। প্রতিটি দলের যুক্তি-প্রতিযুক্তি বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্রথম মতটি সবচেয়ে সঠিক। অর্থাৎ, এই নীতি শুধুমাত্র অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রেই নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে এর উপর নির্ভর করে হুকুমও দেয়া যেতে পারে (Al Sīsī 2021)।

অধ্যাপক ড. কুযাফি আল গানানিম তাঁর -الأخذ بأقلّ ما قيل في إثبات الأحكام الشرعية - নামক প্রবন্ধে শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণের পাশপাশি এই মাস'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নগুলোতে উসূলে ফিকহবিদদের ঐকমত্যের এবং ভিন্নমতের জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছেন। শেষে তিনি নিজের পছন্দনীয় মতামত এবং الأخذ بالأقل গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের ফলাফলে তিনি কোনো ধরনের দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়ার সুযোগ থাকলে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ না করার ব্যাপারে জোর দেন (Al Ghananeem 2009)।

তুর্কিয়াহ বিনতে ঈদ আল মালিকীর মাস্টার্স ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها، والاجتهاد والتقليد - তে এই নীতির প্রামাণিকতা সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে তিনি এ নীতির পরিচয়ে বিভিন্ন আলিমদের সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। এরপর এই নীতির প্রামাণ্যতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু সম্ভাব্য অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, যেগুলো এই নীতি সংশ্লিষ্ট জটিলতাকে বোঝা এবং এর প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত অভিসন্দর্ভে তিনি আলিমদের দুইটি মতামত তুলে ধরেন। এক: এটি 'হুজ্জত', দুই: এটি 'হুজ্জত'

নয়। শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখে তিনি এখানে দুই দলের দলীল বিস্তারিত তুলে ধরার পরিবর্তে তাঁদের মতভেদের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং সবশেষে তিনি এই নীতির 'হুজ্জত' হওয়ার মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁর মতে, এটি স্বতন্ত্র দলীল নয়, বরং অন্যান্য দলীলের পাশাপাশি সম্পূরক একটি দলীল (Bint ʿĪd Al Mālikī 2006)।

ড. খালিদ আরূসীও এই বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা করেছেন। তিনি এই নীতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু দুর্বল একটি দলীল হিসেবে তুলে ধরে দাবি করেন যে পূর্ববর্তী উসূলবিদগণ এটিকে ইমাম শাফিয়ী রহ. (মৃ. ২০৪ হি.) এর উসূল বলে যে দাবি করেছেন তা মোটেও ঠিক নয়। তাঁর মতে, অন্য কোনো দলীল না থাকলে এর উপর ভিত্তি করে কখনোই হুকুম দেয়া যাবে না। তিনি ইমাম ইবনে হাযম রহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.)-এর ক্ষেত্রেও দেখান যে, যদিও ইবনে হাযম রহ. কখনো কখনো ইজমা'-এর নীতি অনুসরণ করে الأخذ بالأقل -কে গ্রহণ করেছেন, সামগ্রিকভাবে তিনি এই নীতির বিরোধী ছিলেন। ড. খালিদের মতে, অন্য দলীলের উপস্থিতিতে এই মূলনীতির উপকারিতাকে অস্বীকার করা না গেলেও, স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে এর অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল (Al ʿArūsī 1437H)।

ড. ওয়াহাবা আয-যুহাইলী (মৃ. ১৪৩৬ হি.) তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ *'উসূলুল ফিকহুল ইসলামী'* গ্রন্থের দুই স্থানে এই বিষয়ে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় আলোচনা তুলে ধরেছেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইজমা'-এর আলোচনা করতে গিয়ে الأخذ بأقل ما قيل -এর সাথে ইজমা' এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রতিপাদন করেন যে, শুধু ইজমা' দ্বারা এই নীতি গ্রহণ করা যায় না; বরং এর সাথে البراءة الأصلية -এর নীতিও জরুরী (Al Zuḥaylī 1986, 589-90)। দ্বিতীয় যে জায়গায় তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি শিরোনাম দিয়েছেন الأخذ بأقل ما قيل عند الشافعي। তাঁর এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তিনি এখানে অন্যান্য মাযহাব এই বিষয়ে কী মনে করেন সে বিষয়ে অতটা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেননি। এখানে তিনি প্রথমে উদাহরণসহ এই নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম শাফিয়ী রহ. এই নীতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত আরোপ করেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হানাফীরা এই নীতিকে অস্বীকার করেছে। সম্ভবত মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রহ. (মৃ. ১১১৯ হি.)-কে পাঠ করার ফলেই তাঁর এই ধারণা তৈরি হয়েছে (Al Zuḥaylī 1986, 2/917-920)।

ড. মুস্তফা দীব আল-বুগার পিএইচডি ডিগ্রির অভিসন্দর্ভে এ বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে তিনি প্রথমে এই নীতির পরিচয়, এই নীতি সম্পর্কে সাধারণ ভুল, অনুমান এবং এই নীতির প্রামাণিকতা নিয়ে আলিমদের অভিমত তুলে ধরেন। এখানে তিনি এই নীতির বিপক্ষের কোনো মতামত তুলে ধরে পর্যালোচনা করেননি, বরং বিভিন্ন মাযহাব থেকে ফকীহগণের মতামত উল্লেখ করে এর প্রামাণিকতার বিষয়টি তুলে ধরেন (Al Bughā 1999, 633-643)।

বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে আলোচনার অপর্যাপ্ততা দেখা যায়। ফিকহী বিষয়ে বাংলা ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ড. আহমদ আলী রচিত *'তুলনামূলক ফিকহ'*। উক্ত গ্রন্থে সরাসরি الأخذ بالأقل নিয়ে আলোচনা নেই; তবে এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ الأخذ بالأخف সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে (Ali 2018, 507)।

উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী গবেষণাগ্রন্থ বা প্রবন্ধে الأخذ بالأقل -এর প্রামাণিকতা সম্পর্কিত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উক্ত মূলনীতিকে ঘিরে একটি নির্দিষ্ট ঘরানার ফকীহদের চিন্তাধারার ক্রমবির্বতন নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

الأخذ بالأقل এর পরিচয়

الأخذ بالأقل এর শাব্দিক অর্থ হলো 'সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করা'। অর্থাৎ, কোনো কিছুর পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহগণ যে সমস্ত মতামত দিয়েছেন তার মাঝে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করে নেয়া। বিভিন্ন লেখকগণ الأخذ بالأقل অথবা الأخذ بأقل ما قيل এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সে সকল সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার আলোকে এর একটি সহজবোধ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

ইসলামী শরীয়তে বিভিন্ন হুকুম নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। যেমন: যাকাত ফরজ হতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকা অত্যাবশ্যক। যদিও যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য যতটুকু সম্পদ থাকা দরকার এবং কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তা হাদীছে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে (Abū Dāwud 2009, 3:24), তবে অনেক শাখাগত মাসআলাতে এই পরিমাণগুলোর বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য নস্ (Text) অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বাণী অথবা সাহাবীদের ইজমা পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদির রক্তপণের মাসআলায় সাহাবীদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যেমন:

এক. ইহুদির রক্তপণ হবে মুসলিমের অনুরূপ;
দুই. মুসলিমের অর্ধেক;
তিন. মুসলিমের এক তৃতীয়াংশ।

যেহেতু এই তিনটি পরিমাণের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সব চেয়ে কম তাই এক তৃতীয়াংশের উপর আমল করাই হবে الأخذ بالأقل (Al Shawkānī 1999, 2/189)। অর্থাৎ, মুসলিমের রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ ইহুদির জন্য দিলেই তার দায় আদায় হয়ে যাবে। এই সর্বনিম্ন পরিমাণকে ধর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করাকেই الأخذ بأقل ما قيل বলা হয়। মূলত: ইমাম শাফিয়ী রহ. প্রথমে এই মূলনীতির প্রয়োগ ঘটান। তিনি তাঁর *'আল উম্ম'* গ্রন্থে এই মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে আহলে কিতাবের রক্তপণ মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ হওয়ার অভিমত প্রদান করেন এবং এর পক্ষে যুক্তিস্বরূপ বলেন যে,

وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا... فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَقَلَّ مِمَّا أُجْتُمِعَ عَلَيْهِ

তাদের (ইহুদীদের) রক্তপণের ব্যাপারে এর চেয়ে কম পরিমাণ কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। ... সুতরাং হত্যাকারীর উপর আমরা ঐকমত্যে সাব্যস্তকৃত সর্বনিম্ন পরিমাণের রক্তপণ ধার্য করেছি। (Al Shāfiʿī 1983, 6/113)

একইভাবে জিযয়া নির্ধারণসহ অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রেও ইমাম শাফিয়ী রহ. এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বলে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন (Al Zarakshī 1994, 8/26-27)।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, তাহির সিসির গবেষণা থেকে পাওয়া যায় যে, ইবনে হাযম রহ. এই বিষয়ের কিছুটা ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন (Al Sīsī 2021, 221)। তিনি মনে করতেন, الأخذ بالأقل বলতে কোনো নস্ যদি কোনো কাজকে ওয়াজিব করে তাহলে সেই কাজের সর্বনিম্ন পরিমাণ আদায় করলেই সেই ওয়াজিব কাজ আদায় হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ: নস্ যদি সদকা করার আদেশ দেয়, তাহলে সর্বনিম্ন পরিমাণ সদকা করলেই সেই নস্ দ্বারা আরোপিত দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে (Ibn Ḥazm ND, 5/50)। এর কারণ হলো, ইবনে হাযম রহ. নস্ বাদে কোনো জিনিস শরীয়তে অত্যাবশ্যক হতে পারে– তা মনে করতেন না। অন্যরা যেখানে নস্ না থাকায় الأخذ بالأقل এর নীতি গ্রহণ করেছেন, সেখানে তিনি এই নীতি প্রয়োগের জন্যও নস্ থাকাকে অপরিহার্য মনে করেছেন।

الأخذ بالأقل এর সাথে الأخذ بالأخف এর সম্পর্ক

الأخذ بالأقل এর সাথে সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: الأخذ بالأخف তথা: বিভিন্ন মতামতের মাঝে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করা। পূর্ববর্তী অনেক আলেম একে تتبع رخص المذاهب বলেও অভিহিত করেছেন (Al Shāṭibī 1998, 5/82-84)।[১] অনেক আলেমগণই এই দুইটি বিষয়কে পাশপাশি আলোচনা করলেও অধিকাংশ ফকীহগণ الأخذ بالأخف এবং الأخذ بالأقل কে আলাদা মনে করেছেন এবং উভয়ের আলোচনা পাশাপাশি এনেছেন। কারণ এরা আলাদা হলেও এদের মাঝে বুনিয়াদি কাঠামোগত দিক থেকে মিল রয়েছে (Kardam ND, 546)। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, মুজতাহিদদের মতামতের ভিন্নতাকে (تعدد أقوال المفتيين) মোকাবেলা করার দিক থেকে الأخذ بالأقل এর সাথে الأخذ بالأخف এর গভীর সম্পর্ক আছে। এই কারণেই গ্রানাডার ফকীহ ইবনে জুযাই (মৃ. ৭৪১ হি.) الأخذ بالأقل এর মতই الأخذ بالأخف কে براءة أصلية থেকে উৎসারিত একটি মাসআলা বলে উল্লেখ করেছেন (Ibn Juzay 2003, 191)। পঞ্চম শতাব্দীর ফকীহ আবুল মুযাফফার সামআনী শুধু পরিমাণ নির্ধারণ নয়, বরং অত্যবশ্যকীয়তা (وجوب) এবং দায়মুক্তি

১. بعض الأصوليين أورد مسألة الأخذ بالأخف، معبرا بها عن الأخذ بأقل ما قيل

(سقوط) এর ক্ষেত্রেও الأخذ بأقل ما قيل নীতির অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন (Al Samʿānī 1999, 2/44)। এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে এই দুইটি নীতিকে পাশাপাশি আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত, তবে এদের মাঝের পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরী।

এদের আলাদা হওয়ার প্রধান কারণ হলো, সব সময় যে কম সংখ্যকই সহজ হবে এরকম নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রক্তপণের মাসআলার কথাই চিন্তা করা যাক। কম হলে কার জন্য সহজ হবে আর কার জন্য সেটা কষ্টকর হবে- সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিছু ফকীহ এই দুইটির মাঝে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন, القاموس المبين গ্রন্থে দুটো বিষয়কেই একসাথে মিলিয়ে একই শিরোনামের নিচে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কোন পার্থক্য করা হয়নি (Ūthmān 2002, 29-30)। একই ভাবে হাসান বিন মুহাম্মাদ আল-মাশশাত্ব (মৃ. ১৩৯৯ হি.) তাঁর 'الجواهر الثمينة في الأخذ بالأخف' গ্রন্থে শিরোনামে 'و يعبر عنها أيضا بالأخذ بأقل ما قيل'[২] বলে উল্লেখ করেছেন (Al Mashshāṭ 1990, 273)। এটি তাঁদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নাকি ভ্রমাত্মক সরলীকরণ তা বলা মুশকিল। কারণ তাঁরা উভয়েই এ বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেননি। পূর্বের উসূলবিদদের মধ্যে হুসাইন শাওশাওয়ি (মৃ. ৮৯৯ হি.) এই দুইটিকে মিলিয়ে ফেলেছেন। তবে শাওশাওয়ির গ্রন্থের মুহাক্কিক এই বিষয়টির প্রতি পাদটীকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে দিয়েছেন যে الأخذ بالأخف এবং الأخذ بالأقل আসলে দুইটি স্বতন্ত্র মাসআলা হিসেবে গণ্য হবে (Al Shawshāwī 2004, 6/245-8)।

ড. খালিদ আল-আরূসী এই পার্থক্য করার পক্ষে জোরালো মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতে, শাওশাওয়ি আসলে শিহাবুদ্দিন কারাফীর (মৃ. ৬৮৪ হি.) একটি কথাকে ভুল বুঝে এই দুটি ভিন্ন বিষয়কে এক মনে করেছেন। একই মতামত সাঈদ কারদামেরও। পূর্ববর্তীদের মাঝে ফখরুদ্দিন রাযী এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেন যে, এ দুইটিকে মিলিয়ে ফেলা দুর্বল অভিমত। কারণ, সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিমাণ অধিক পরিমাণের ভিতরে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সহজতর বিষয়ের ক্ষেত্রে এরকম শর্ত নেই (Al Rāzī 1997, 6/159-160)। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদির রক্তপণ এক তৃতীয়াংশ হওয়াটা পুরোপুরি হওয়া বা অর্ধেক হওয়ার অংশ। কিন্তু সহজ হওয়ার ক্ষেত্রে এরকম অংশ হওয়ার বিষয় থাকে না। যারকাশীও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই দুইটি নীতিগত ভাবে আলাদা বিষয় (Al Zarakshī 1994, 8/31)। মোটকথা, الأخذ بالأخف কখনো কখনো الأخذ بالأقل হতে পারে। যখন কম পরিমাণই সহজ হবে তখন এরকম ঘটবে। কিন্তু মাঝে মাঝে الأخذ بالأخف এবং الأخذ بالأقل আলাদাও হতে পারে। কারণ সব সময় কম পরিমাণই সবার জন্য সহজ হবে

২. অর্থ: একে الأخذ بأقل বলেও অভিহিত করা হয়

এরকম জরুরী নয়। এজন্য এদের দুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত, যাতে করে এই দুইটি বিষয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

সাধারণ মূলনীতি হিসাবে الأخذ بالأقل

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর কাছে এই নীতির প্রয়োগ পাওয়া গেলেও তত্ত্বীয়ভাবে একে সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম যুগের উসূলবিদদের আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রায়োগিক জায়গা থেকে এই নীতির অনুসরণ অনেক আলিমই করেছেন। হানাফী মাযহাবের সেই প্রায়োগিক বৈচিত্র্য নিয়েই পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সাধারণ মূলনীতি হিসেবে الأخذ بالأقل নিয়ে মাযহাবগুলোর মাঝে বিদ্যমান মতভেদের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

الأخذ بالأقل এর নীতি গ্রহণের যৌক্তিকতা বোঝাতে এর পক্ষে ফকীহগণ দুইটি নীতির কথা উল্লেখ করেন (Al Bughā 1999, 634)। মূলত এই দুইটি বিষয় নিয়ে মত পার্থক্যের কারণেই আলিমগণের মাঝে ইখতিলাফের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. الإجماع الضمني (পরোক্ষ ইজমা) : অর্থাৎ, যেহেতু সর্বনিম্ন পরিমাণ বেশি পরিমাণের অংশ, তাই যতগুলো মতামত বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে। বরং যতটুকু বেশি আছে ততটুকুই মতভেদের জায়গা। সেদিক থেকে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণের হুকুম হবে ঐক্যমতপূর্ণ বিষয় (مجمع عليه)-কে গ্রহণের ন্যায়। তবে এর দ্বারা نفي الزائد বা বর্ধিত পরিমাণকে বাতিল করার হুকুম সাব্যস্ত হয় না (Ibid)।

২. براءة الذمة الأصلية (মৌলিক দায়মুক্তি): মৌলিক অবস্থা হলো, নস্ না পাওয়া গেলে কোনো কিছু অত্যাবশ্যকীয় না হওয়া।[৩] যেহেতু, সর্বনিম্ন পরিমাণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই সেটা পালন করতে হবে, আর যে বিষয়টির উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অর্থাৎ বেশি পরিমাণের মতামতগুলো, সেগুলোর চেয়ে মৌলিক অবস্থার উপর আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে। একে استصحاب الحالও বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে نفي الزائد বা বর্ধিত পরিমাণকে বাতিল করার হুকুম সাব্যস্ত হয় (Al Samʿānī 1999, 2/44)।

মূলত এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই الأخذ بالأقل এর ব্যাপারে প্রধানত দুইটি মতামত দেখা যায়। সেগুলো হলো:

প্রথম মত: الأخذ بالأقل গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফিয়ী, আল বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.), আবু ইয়া'লা (মৃ. ৪৫৮ হি.), আবু ইসহাক শিরাজী (মৃ. ৪৭৬ হি.), আল জুওয়াইনী

৩. শরীয়তের যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এক: শরীয়ত থেকেই এর সিদ্ধতা বা অসিদ্ধতা জানতে হবে। শরীয়ত বাদে আক্বলের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। দুই: সবকিছুর মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা। তিন: সবকিছুর মৌলিক অবস্থা হলো হারাম হওয়া। (Al-Shīrāzī, 2003, 122)

(মৃ. ৪৭৮ হি.), আল গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.), কাফফাল শাশী (মৃ. ৫০৭ হি.), আবুল মুযাফ্ফার সাম'আনী (মৃ. ৪৮৯ হি.), ফখরুদ্দীন রাযী (মৃ. ৬০৫ হি.), ইবনে তাইমিয়াহ (মৃ. ৭২৮ হি.), ইবনে আকীল (মৃ. ৭৬৯ হি.), তাজ উদ্দীন সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.), জামালুদ্দীন ইসনাওয়ী (মৃ. ৭৭২ হি.), জালাল উদ্দীন মাহাল্লী (মৃ. ৮৬৪ হি.) মুহাম্মদ বিন হাসান বাদাখশী (মৃ. ৯২২ হি.), মুহাম্মদ বিন 'আলী শাওক্বানী (মৃ. ১২৫০ হি.) প্রমুখ এই মতামত পোষণ করেছেন (Al Ghananeem 2009, 842)। তবে তারা প্রত্যেকেই একে গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।

যারা الأخذ بالأقل কে জায়িয বলেছেন এদের মধ্যে বায়যাভী (Al Bayḍāwī 2008, 228), তাকী উদ্দীন সুবকী (Al Subkī 1984, 3/175),[৪] শিহাবুদ্দীন কারাফী, ফখরুদ্দীন রাযী (Al Razī 1997, 6/154),[৫] বদরুদ্দীন যারকাশী (Al Zarakshī 1994, 8/30) প্রমুখ মনে করেন যে, الأخذ بأقل ما قيل -এর যৌক্তিকতা الإجماع الضمني এবং براءة الذمة الأصلية উভয়ের উপর নির্ভর করে।

তবে ইমাম গাযালী রহ. একে ইজমা' এর উপর নির্ভরশীল মনে করেননি। তিনি মনে করেছেন, এটি براءة الذمة এবং دليل العقل (বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশক)-এর উপর নির্ভরশীল (Al Ghazālī 1993, 159)।[৬]

দ্বিতীয় মত: এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ মতের অনুসারীদের মতে নস্ যদি الأقل-এর উপর দালালত করে তাহলেই তাকে গ্রহণ করা যাবে। আর যদি এরকম বিষয় না পাওয়া যায়, তাহলে একে গ্রহণ করা যাবে না। ফলে কারোরই এর উপর নির্ভর করে মতামত দেয়া শোভনীয় নয় (Al Zarakshī 1994, 8/28)। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ ইবনুল মুফলিহ (মৃ. ৭৬৩ হি.)-এর মতে এই মাসআলায় যে إجماع বা ঐকমত্যের দাবি করা হয় তা শুধুমাত্র ক্ষুদ্রতরকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত অংশকে নাকচ (نفي الزائد) করার ক্ষেত্রে কোন إجماع হয় নাই। আর মৌলিক অবস্থা (استصحاب)-এর দলীল ইজমা' এর সমপর্যায়ে নয় (Ibn Mufliḥ 1999, 2/451)।

ইবনে হাযম রহ. এর মতে একটি বিষয়ে সকল সময়ের সব আলেমগণ কী বলেছেন, তা খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এটার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ছিলেন (Ibn Ḥazm ND, 5:50)। এ কারণেই তিনি এই নীতিকে ভিন্ন ভাবে বুঝেছেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলিমদের মাঝে মুহিব্বুল্লাহ বিহারী ও নিযামুদ্দীন শিহলভী রহ. (Al Sihlawī 2002, 2/292) এবং মুহাম্মদ বুখাইত মুত্বী'ঈ রহ.-ও (মৃ. ১৩৫৪ হি.) একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে অনেক উসূলবিদই সম্ভবত

৪. مبنية على قاعدتين أحدهما الإجماع والثانية البراءة الأصلية
৫. واعلم أن هذه القاعدة مفرغة على أصلين الإجماع والبراءة الأصلية
৬. فَهُوَ تَمَسُّكٌ بِالِاسْتِصْحَابِ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ لَا بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ

এই নীতির অপপ্রয়োগের সুযোগ দেখেই এর ক্ষেত্র সংকুচিত করে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী রহ. (মৃ. ১২৫০ হি.) এদের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত, এর কারণ হলো, তিনি অন্যান্য প্রাক-আধুনিক আলিমদের মতো ইজতিহাদের শর্তকে এ যুগে পূরণ করা অসম্ভব মনে করতেন না। ফলে পূর্ববর্তীদের ইজতিহাদের মোকাবেলায় পুনরায় ইজতিহাদ করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

الأخذ بأقل ما قيل এর প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ এবং শর্তসমূহ

الأخذ بأقل ما قيل -এর নীতি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ফকীহগণ বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। তবে এর সকল শর্তের ব্যাপারে সবাই যে একমত তা নয়। তবে এই শর্তগুলো الأخذ بالأقل -এর খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে ভাবাতে সাহায্য করবে। মূলত এসব শর্ত এবং প্রায়োগিক ব্যাপারগুলো ধর্তব্যে না নেয়ার জন্যই এ বিষয়ক অপপ্রয়োগ এবং ভ্রান্তির তৈরি হয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ নস্ থাকতে পারবে না। এমনকি নস্ সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদ-এর মাধ্যমে কোনো ধরনের দলীল নেবার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা নেয়াই উচিত বলে অনেকে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম শাফিয়ী রহ. চল্লিশজন না হলে জুম'আ ওয়াজিব হবে না মনে করতেন, যদিও দুইজন অথবা তিনজনেও জুম'আ ওয়াজিব হওয়ার মতামত অন্য ফকীহদের থেকে পাওয়া যায়। ইবনুল কাত্তান এই বিষয়ে বলেন যে, আমরা জুমআর মাসআলায় الأخذ بالأقل এর নীতি গ্রহণ করবো না। কেননা, এই নীতি যে ঘটনার ক্ষেত্রে দলীল আছে সে ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। যদি মুজতাহিদের উসূলের ভিত্তিতে কোনো ঘটনায় দলীল না পাওয়া যায়, শুধুমাত্র তাহলেই এই নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে (Al Zarakshī 1994, 8/28)। কুকুরের মুখ দেয়া পাত্রের হুকুমের ক্ষেত্রেও তিনি একই জবাব দিয়েছেন। তবে শাফিয়ী ফকীহ কাফফাল আল-শাশী রহ.-এর থেকে এই আপত্তিগুলোর ভিন্ন ধরনের জবাব পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, জুমআর নামাজের মাসআলাতেও সর্বনিম্ন পরিমাণই গ্রহণ করা হচ্ছে, তবে এ ক্ষেত্রে রিওয়ায়েতগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে কম পরিমাণ যে বর্ণনা করা হয়েছে তাই আমরা গ্রহণ করেছি (Al Subkī 1984, 3/176)। এ দিক থেকে দেখা যায়, তাঁর মতে দলীল থাকলেও যদি দলীলের মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায় এবং মুজতাহিদ ترجيح (প্রাধান্য) দেয়ার মতো দলীল না পান, তাহলে তিনি দলীলের মাঝে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ হিসেবে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করতে পারেন।

২. মতামতগুলো সমজাতীয় বিষয় নিয়ে হতে হবে। যেমন: যদি পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হয় তাহলে সব মতভেদই পরিমাণ নিয়ে হতে হবে। যদি وجوب (অত্যাবশ্যকীয়তা) নিয়ে মতভেদ হয় তাহলে সব মতামতই উজুব/হারাম হওয়া নিয়ে হতে হবে। পরিমাণ নিয়ে মতামতের সাথে ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মিলিয়ে ফেলা যাবে না। পরিমাণের ক্ষেত্রে সমজাতীয় বিষয় দিয়ে তুলনা

করতে হবে। যেমন: যিম্মীর রক্তপণের মাসআলায় এক-তৃতীয়াংশের বিপরীতে কেউ যদি বলে ঘোড়া হবে রক্তপণ, এবং ঘোড়ার দাম কম হয় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ঘোড়া আর এক-তৃতীয়াংশ সমজাতীয় নয়। একই ভাবে কোনো পরিমাণ যদি শূন্য হয়, তাহলেও সেটা দলীল হিসেবে ধর্তব্য হবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে কম পরিমাণটি বেশি পরিমাণের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত থাকছে না, বরং ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নে পর্যবসিত হয়ে পড়ছে। এজন্যই শাফিয়ী ফকীহ জামাল উদ্দিন ইসনাওয়ী রহ. তাঁর 'নিহায়া' গ্রন্থে কখন الأخذ بالأقل গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، ولم يجد دليلا غيره

(এটা গ্রহণ করা হবে) যখন সর্বনিম্ন পরিমাণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিমাণের অংশবিশেষ হবে এবং অন্য কোন দলীল থাকবে না (Al Isnawī 1999, 363)।

৩. অনেকে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করা যাবে, তবে বেশি পরিমাণের বিষয়ে توقف বা চুপ থাকার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বেশি পরিমাণকে বাতিল বলে অকাট্যভাবে ঘোষণা দেয়া যাবে না (Al Zarakshī 1994, 8/27)।

৪. সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়ে الأخذ بالأقل -এর নীতি গ্রহণ সবসময় কার্যকরী হয় না। ধরা যাক, একজনের কিছু মাল চুরি হয়ে গেল। এক সাক্ষী এসে বললো যে, চুরি যাওয়া মালের মূল্য একশ টাকা। আরেক সাক্ষী এসে বললো, একশত পঞ্চাশ টাকা। এখানে যে কম বলেছে তারটা الأخذ بالأقل হিসেবে ধরা যাবে না। কারণ সাক্ষী হিসেবে ন্যূনতম দুজন লাগবে। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয় আর মাসআলা استنباط (উদ্ভাবন) এর বিষয় এক নয় (Ibid)।

৫. অনেকে বলেন যে, দায়ভার আরোপ (إثبات الذمة) হওয়ার ক্ষেত্রে الأخذ بالأقل গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দায়ভার শুধুমাত্র শরীয়ত প্রণেতা নিজেই আরোপ করতে পারেন। এ কারণে দায়ভার প্রমাণিত হতে নস্ লাগবে। শুধুমাত্র দায়মুক্তির (براءة الذمة) জন্যই এই নীতি গ্রহণ করা যাবে। তাঁদের মতে কতজন হলে জুমআর নামায ওয়াজিব হবে- এটা দায়িত্ব প্রমাণিত হওয়ার মাসআলা। আর রক্তপণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার মাসআলা (Al Samʿānī 1999, 2/44)।

الأخذ بالأقل নিয়ে হানাফী ফকীহদের চিন্তাধারা

প্রবন্ধের এ পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ الأخذ بالأقل নীতিকে কিভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন তা দেখানোর পাশাপাশি তাঁদের চিন্তাধারার বির্বতন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে। অনেকসময় দেখা যায়, হানাফী ফকীহদের উক্ত মূলনীতি কেন্দ্রিক চিন্তাকে সাধারণীকরণ করে উপস্থাপন করা হয়। যেমন বলা হয়: হানাফী মাযহাবে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, অথবা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু বিষয়টি এতটা সরল নয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁদের মতামত ও চিন্তাধারাকে কালানুক্রমিকভাবে

(Chronologically) পাঠ করা হবে। বোঝার সুবিধার্থে দুটি পর্যায়ে সময়কালকে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় সকলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা সম্ভব হবে না। তাই বিভিন্ন যুগের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহদের বেছে নিয়েই অনুসন্ধান চালানো হবে।

ক. প্রথম পর্যায় (সময়কাল: হিজরী ৪র্থ - ৬ষ্ঠ শতক)

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আবু বকর আল জাসসাস (মৃ. ৩৭০হি.) রহ. তাঁর الفصول في الأصول গ্রন্থে পরিমাণের উসূল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

إِثْبَاتُ الْمَقَادِيرِ الَّتِي لَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَقَايِيسِ وَالِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا التَّوْقِيفُ وَالِاتِّفَاقُ

যেসব পরিমাণ কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা যায় না সেগুলো নস্ অথবা ঐকমত্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয় (Al Jaṣṣāṣ 1994, 3/391)

তবে এখানে ঐকমত্য বলতে তিনি কম সংখ্যার ওপরে সকলের ঐকমত্য হওয়াকে বোঝালেও, তিনি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো কম অথবা বেশি পরিমাণকে ধর্তব্য মনে করেছেন। তিনি যখন কম পরিমাণকে ধর্তব্য মনে করতেন, তখন বেশি পরিমাণকে বাতিল করতে তিনি বলেছেন:

لَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُ زِيَادَة عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيفٍ أَوْ اتِّفَاقٍ

অধিক পরিমাণকে নস্ বা ঐকমত্য ছাড়া প্রমাণ করা যায় না (Al Jaṣṣāṣ 1994, 1/3132)।

তাঁর '*আহকামুল কুরআন*' গ্রন্থে ভুলক্রমে হত্যাকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রক্তপণ দিতে হলে উটের বয়স কত হবে সেই মাসআলা আলোচনা করতে যেয়ে বলেন, আমাদের, শাফিয়ী এবং মালিকী মাযহাবের ঐকমত্য হলো– পাঁচ বছর বয়সের উট দিয়ে একশটি উট রক্তপণ দিতে হবে। কিন্তু এখানে কোন্ বয়সের উট কতটি হবে– তা বিস্তারিত বলা নেই। আশিটি উট কোন বয়সের হবে তাতেও শাফিয়ী এবং মালিকী মাযহাবের সাথে তাদের ঐকমত্য আছে। শুধুমাত্র একটি বয়সের ব্যাপারে দ্বিমত আছে। এ ক্ষেত্রে হানাফীদের মতামত হলো– এক বছর পরিপূর্ণ হয়েছে (بنو مخاض) এমন বিশটি পুরুষ উট, যেখানে শাফিয়ী এবং মালিকী মাযহাবের অভিমত হলো দুই বছর (بنو لبون) পূর্ণ হয়েছে এমন বিশটি পুরুষ উট। এখানে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে জাসসাস রহ. বলেন,

وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ ثَابِتٌ

আমাদের মাযহাবের মতামত, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত মতামতগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ আর সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত (Al Jaṣṣāṣ 1994, 2/293)।

এখানে দেখা যায়, যখন তিনি কম পরিমাণের প্রতি মতামত দিয়েছেন, তখন أقل ما قيل (সর্বাপেক্ষা নিম্ন পরিমাণ)-এর কথা বলেছেন। কিন্তু সব সময় তিনি এই নীতিতে স্থির থাকেননি। অনেক সময় তিনি কম পরিমাণ থাকার পরে বেশি পরিমাণকে গ্রহণ

করেছেন। যেমন: হায়েজের সর্বনিম্ন সময় ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতে এক দিন এক রাত হলেও তিনি তিন দিন তিন রাতকে গ্রহণ করেছেন, কারণ হিসেবে তিনি দাবি করেছেন যে, এটার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Al Jaṣṣāṣ 1994, 3/392)।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এখানে তিনি ঐকমত্য দিয়ে الأخذ بالأقل -এর নীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত الإجماع الضمني -এর সেই ঐকমত্যকে বোঝাননি। এভাবে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করার নীতি তার মাঝে পাওয়া গেলেও, কখনো কখনো دليل (দলীল)-এর ব্যাখ্যা অথবা اتفاق (ঐকমত্য)-এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি أقل ما قيل এর নীতি গ্রহণ করেননি।

জাসসাস রহ.-এর কাছে অন্য এক ধরনের সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করার নজিরও পাওয়া যায়, যা ইবনে হাযম রহ.-এর মতের অনুরূপ। مجمل (মুজমাল)-এর একটি প্রকার সম্পর্কে তিনি বলেন, যে হুকুম তামিল করতে বলা হবে তার সর্বনিম্ন পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি 'নামায পড়ো' বলা হয় তাহলে একবার নামায পড়াই ওয়াজিব হবে। যদি বেশি পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় করতে হয় তবে مجمل (মুজমাল)-কে ব্যাখ্যা করে কতটুকু পরিমাণ বেশি হবে সেটা বলে দেয়া অত্যাবশ্যক। কারণ, ব্যাখ্যা করা বাদে বেশি পরিমাণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই (Al Jaṣṣāṣ 1994, 1/328; 2/ 135)।[৭] পরবর্তী হানাফী আলিমদের মাঝে এরকম নীতির আলোচনা প্রায়শই পাওয়া যায়। একে প্রচলিত অর্থে أقل ما قيل হিসাবে ধরা যায় না।

তবে পূর্ববর্তী হানাফী ফকীহদের মাঝে উবায়দুল্লাহ দাবুসী রহ. (মৃ. ৪৩০ হি.) الأخذ بالأقل কে হানাফী মাযহাবের একটি সাধারণ মূলনীতি হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই মূলনীতি উল্লেখ করার পর বিভিন্ন মাসআলায় হানাফী আলিমরা কিভাবে এর প্রয়োগ করেন তাও দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর 'تأسيس النظر' গ্রন্থে 'ذكر أصل بني عليه مسائل'[৮] শিরোনামে الأخذ بالأقل -এর প্রসঙ্গ এনেছেন। শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, তিনি শুধুমাত্র এই বিষয়টি একটি মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন না, বরং একে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন মূলনীতি আলোচনা করার পরে বলেন:

الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه

যে সকল পরিমাণ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা যায় না সেগুলোর মূলনীতি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কম পরিমাণের উপর ঐকমত্য পাওয়া যাবে এবং বেশি পরিমাণের ক্ষেত্রে কথার বৈপরীত্য পাওয়া যাবে, তখন শরয়ী দায়-দায়িত্ব প্রমাণে

---

৭. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي الْفِعْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْهَا، إِلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى إِرَادَةِ أَكْثَرَ مِنْهَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَلْزَمُهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ

৮. অর্থ: যে মূলনীতির উপর বিভিন্ন মাসআলাসমূহ নির্ভরশীল সেগুলোর বিবরণ

> সন্দেহ হয় - এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে কম পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে। আর যে জিনিসের দায়মুক্ত হতে সন্দেহ হয় - তার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণকে গ্রহণ করতে হবে (Al Dabūsī ND, 151)

উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কাছে পশুকে পানি খাওয়ানোর কুয়ার ক্ষেত্র (حريم) হলো চল্লিশ হাত আর সাহিবাইনের কাছে ষাট গজ। অর্থাৎ এই পরিমাণ জায়গা কুয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য বরাদ্দ থাকবে। এখানে এই নীতি মেনে দাবুসী রহ. চল্লিশ হাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একই ভাবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতামত মেনে অশ্বারোহী বাহিনী গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীর দ্বিগুণ পাবে বলে তিনি মনে করেন, যদিও সাহিবাইন তিনগুণের মত দিয়েছেন। দাবুসীর মতে, ঈদের তাকবিরের ক্ষেত্রেও এই নীতি মেনেই ইমাম আবু হানীফা রহ. কম তাকবীরের রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (Al Dabūsī ND, 151-152)।

আল্লামা দাবুসী রহ.-এর দেয়া এসব উদাহরণ থেকে দেখা যায়, নস্-এর অর্থ বের করতে ভিন্নমত হলেও তিনি الأخذ بالأقل এর নীতি প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁর الأخذ بالأقل -এর নীতি প্রয়োগ কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তীদের প্রায়োগিক ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন। যেমন, তিনি সাদাকাতুল ফিতর এবং শপথের কাফফারার ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি মনে করেছেন, দায়মুক্ত হতে গেলে সতর্কতার খাতিরে অধিক পরিমাণের উপর আমল করাই ভাল (Ibid)। এদিক থেকে পরবর্তী উসূলবিদগণ, বিশেষত শাফিয়ী উসূলবিদগণ, যেভাবে الأخذ بالأقل কে বুঝেছেন, আল্লামা দাবুসী রহ.-এর বুঝ তার বিপরীত। কেননা, তাঁরা দায়ভার আরোপের জন্য অধিক এবং দায়মুক্তির জন্য কম পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। তবে আল্লামা দাবুসী রহ. যে একে সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা গ্রহণ করলে অন্যান্য মাসআলাতে হানাফী মাযহাবের অবস্থান নিয়ে কিছু প্রশ্নের তৈরি হয়। সেগুলো তিনি কিভাবে সমাধান করার চিন্তা করেছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ মুহাম্মদ আল সারাখসী (মৃ. ৪৭৩ হি.) রহ.-এর *আল-মাবসূত* গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি সতর্কতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে কখনও বেশি, কখনো কম পরিমাণকে গ্রহণ করেছেন। যেমন: মুস্তাহাযা নারীর ক্ষেত্রে কখন অল্প এবং কখন বেশি পরিমাণকে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে তাঁর মতামত হচ্ছে, সতর্কতাস্বরূপ নামায, তালাকপ্রাপ্তার ফিরিয়ে নেয়া, মিরাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণকে গ্রহণ করতে হবে। তবে স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণের উপর আমল করতে হবে (Al Sarakhsī ND, 6/167)। চুরির মালের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হদ্দ এড়ানোর জন্য তিনি বেশি পরিমাণ গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন (Al Sarakhsī ND, 9/138)। নামাযের রাকাতের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কম ধরার কথা বলেছেন (Al Sarakhsī ND, 2/116)। এখানে, তিনি অন্য قرينة বা লক্ষণের উপস্থিতিতে বেশি বা কম পরিমাণকে গ্রহণ করেছেন, সাধারণ

মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। আরেক জায়গায় দেখা যায়, কোনো জিনিসের ভাড়ার পরিমাণ নিয়ে দ্বিমত হলে এবং সাক্ষী দুইজন দুইরকম বললে তিনি কম পরিমাণকে গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেন। কেননা সাক্ষী দুইজন কম পরিমাণের প্রতি একমত হয়েছে। তবে এখানেও তিনি বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়কেও প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (Al Sarakhsī ND, 8/16)।

যদিও তিনি الأخذ بالأقل-এর সরাসরি ব্যবহার করেননি কিন্তু তিনি এই নীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং কোনো قرينة বা লক্ষণ না পাওয়া গেলে যে এই নীতি গ্রহণ করতে হবে- তা তাঁর কথায় বোঝা যায়। যেমন, পলাতক দাসের সন্ধানদাতার পুরস্কারের বিভিন্ন পরিমাণের রিওয়ায়েত সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আল সারাখসী রহ. সেগুলো উল্লেখ করার পর সর্বনিম্ন নয়– এমন একটি পরিমাণকে প্রাধান্য দেন। তারপর তিনি বলেন, যে কেউ আপত্তি তুলতে পারে যে, এখানে সর্বনিম্ন পরিমাণকে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এখানে মতামতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব, তাই এখানে সর্বনিম্ন গ্রহণ করা উচিত হবে না। তাঁর মতে, সামঞ্জস্য বিধান না করা গেলে সর্বনিম্ন পরিমাণ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হতো। এছাড়াও তিনি বলেন, এখানে সাহাবীদের কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা এগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে الأخذ بالأقل করা হবে মতামতের ক্ষেত্রে; রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে নয় (Al Sarakhsī ND, 11/17-18)।

মোটকথা, ইমাম আল সারাখসী রহ.-এর কাছ থেকে এই নীতির তেমন কোনো প্রয়োগ দেখা যায় না। নীতিগতভাবে তিনি الأخذ بالأقل কে জায়িয মনে করলেও অন্য কোনো উপায় থাকলে এর উপর আমল করেননি। এই ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে الأخذ بالأقل -এর ক্ষেত্রকে অন্যদের তুলনায় সংকুচিত করে উপস্থাপন করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি الأخذ بالأقل এর নীতি গ্রহণ করেছেন, সেটা নীতি হিসেবে নয়, বরং تيقن বা নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

হানাফী ফকীহ আল উসমান্দী (মৃ. ৫৫২ হি.) রহ. মনে করেন, الأخذ بالأقل গ্রহণ করার বিষয়টি ইজমা'-এর উপর নির্ভরশীল। আর বর্ধিত অংশ এজন্যই বাদ করা হয় যে, এর কোনো দলীল নেই। استصحاب الحال বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়েও তিনি الأخذ بالأقل -এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। তিনি এই বিষয়ে বলেন استصحاب الحال -এর পক্ষের ব্যক্তিগণ কিছু বিষয় দিয়ে একে জায়িয প্রমাণ করতে চান। এর মধ্যে একটি হলো: যখন কোন পরিমাণের বিষয়ে আলিমগণ ইখতিলাফ করেন, তাতে তারা সবচেয়ে কম পরিমাণটিকে গ্রহণ করেন এবং বর্ধিত অংশ বাতিল করতে استصحاب الحال -এর দাবি করেন (Al Usmandī 1992, 676)।

এখানে তিনি الأخذ بالأقل এর উপর আংশিক নির্ভর করেছেন এবং এ বিষয়টিকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ বুরহানুদ্দিন আল মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩ হি.) রহ. তাঁর সুবিখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থের বেশ কয়েক জায়গায় الأخذ بالأقل এর নীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি ঈদের নামাজের তাকবীরের সংখ্যার ক্ষেত্রে বলেন, যদিও বর্তমানে আব্বাসীয় শাসনামল চলছে এবং সেই অনুসারে ইবনে আব্বাস রা. এর মতামত অনুসরণ করা হয়, তথাপি আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মতামত অনুসরণ করি। কেননা তাকবীর এবং হাত ওঠানো সালাতের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক তাকবীরের মতামত নেয়াটাই শ্রেয় (Al Marghīnānī ND, 1/85)।

তবে ভাষ্যকারদের মতে, সর্বনিম্ন সংখ্যার সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা (تيقن) বেশি সংখ্যার চেয়ে বেশি হওয়ায় এই মতামত নেয়া হয়েছে (Al Lakhnawī 1417H, 2:124)। তাকবীরে তাশরীকের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে ইমাম আবু হানীফা রহ. সর্বনিম্ন পরিমাণকে ধর্তব্য মনে করেছেন, কারণ এই তাকবীরের মাঝে নতুনত্ব বিদ্যমান (তাই অধিকতর বেশি পরিমাণ প্রমাণ করতে গেলে দলীল প্রয়োজন হবে)। অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি বালকের বালেগ হওয়ার বয়স ১৮ বছর হওয়া নির্ধারণ করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন,

> وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به
>
> এটাই এ বিষয়ে বর্ণিত মতামতগুলোর মাঝে সর্বনিম্ন এবং নিশ্চয়তার জন্য এর উপরেই হুকুম প্রদান করা হবে। (Al Marghīnānī ND, 3/281)

এরকম বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিজের গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে الأخذ بالأقل এর নীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে সতর্কতার ক্ষেত্রে, যেমন হদ্দ এড়ানোর জন্য তিনি বেশি সংখ্যাকে ধর্তব্য মনে করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন (Al Marghīnānī ND, 2/362)।

এ থেকে বোঝা যায়, ইমাম জাসসাস রহ.-এর মতোই মারগিনানী রহ. সাধারণ নীতি হিসেবে الأخذ بالأقل সবজায়গায় প্রয়োগ করেননি; বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি নির্মাণের জন্য এই নীতি গ্রহণ করেছেন এবং এই নীতিতে নানা শর্ত প্রয়োগ করেছেন।

<u>প্রথম পর্যায়ের পর্যালোচনা</u>

সামগ্রিক ভাবে দেখা যায়, الأخذ بالأقل এর ক্ষেত্রে শুরুতে খুব কমসংখ্যক হানাফী ফকীহ একে সার্বিকভাবে গ্রহণ অথবা বর্জনের পক্ষে বলেছেন। বরং মাসআলা সাপেক্ষে তাঁরা এই নীতির ব্যবহার করে নিজেদের মতামত প্রমাণ করেছেন। কারণ হানাফী উসূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে আগে উসূল বা মূলনীতি তৈরি করে তা থেকে মাসআলার সমাধানে পৌঁছানো হয়নি, বরং আগের থেকে পৌঁছানো হুকুমের সমর্থনে উসূলে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থন খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে (Abū Zahra ND, 18-19)। এজন্য হানাফী ফকীহগণ তাঁদের প্রয়োজনমতো এই নীতি ব্যবহার করে বিভিন্ন মাসআলায় তাঁদের মতামতকে প্রমাণ

করার চেষ্টা করেছেন (Zaydān 2009, 17)। তবে খুব কম সময়ই তাঁরা সাধারণ নীতি হিসেবে এর হুকুম এবং শর্ত বর্ণনা করেছেন, যেটা শাফিয়ী মাযহাবে সচরাচর দেখা যায়। এসব কারণে হানাফী ফকীহদের এই বিষয়ক মনোভাব বোঝাটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিল।

এছাড়াও বোঝা যায়, প্রাথমিক যুগের হানাফী ফকীহগণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি নির্মাণের জন্য এই নীতিকে গ্রহণ করেছেন এবং এতে বিভিন্ন শর্ত যোগ করেছেন। তবে এই নীতি গ্রহণ করা যাবে না- এ ধরনের আলোচনা তাঁদের মাঝে দেখা যায় না। বরং তাঁদের লেখনী থেকে বোঝা যায়, অন্য কোনো পন্থা না থাকলে এ নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাঁরা সার্থকভাবে এর প্রয়োগও করেছেন।

খ. দ্বিতীয় পর্যায় (সময়কাল: হিজরী ৯ম - ১৪শ শতক)

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) তাঁর *'তাহরীর'* গ্রন্থে ইহুদীর রক্তপণের মাসআলাতে ইজমা' এর ভিত্তিতে এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণের উপর আপত্তি তুলে বলেন যে, এখানে এক-তৃতীয়াংশের উপর ইজমা' হলেও, বর্ধিতাংশ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' নেই (Ibn Al Humām 1351H, 412)। তবে ইবনে আমীরিল হাজ্জ রহ. (মৃ. ৮৭৯ হি.) এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এখানে অন্য দলীল না পাওয়া গেলে মৌলিক অবস্থা (استصحاب)-এর আলোকে বর্ধিত অংশ বাতিল (نفي ما زاد) হবে। এটি ইজমার কারণে নয় বরং অন্য একটি মূলনীতির আলোকে হবে (Ibn Amīr Hājj 1984, 3/113)। এখানে তাঁদের দুজনের অবস্থান তুলনা করলে দেখা যায়, ইবনুল হুমাম রহ. এই মাসআলায় ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতামত এবং যুক্তি গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন (Ibn Al Humām 1970, 10/278)। কিন্তু ইবনে আমীরুল হাজ্জ রহ. তাঁর কথার ব্যাখ্যা দিয়ে এই মত استصحاب الحال -এর কারণে যুক্তিযুক্ত– সেটা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, নবম হিজরী পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে হানাফী ফকীহগণ এই বিষয়ে একক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। নীতিগত জায়গা থেকে ইবনুল হুমাম রহ. এই ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হলেও তাঁর ভাষ্যকার সেই আপত্তিকে দূর করার চেষ্টা করেছেন।

তবে পরবর্তীতে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর লক্ষ্য করা যায় না। আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রহ. (মৃ. ১১১৯ হি.) থেকে হানাফীদের মাঝে الأخذ بالأقل এর প্রতি বিরোধিতা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নিযামুদ্দীন শিহলভী রহ. (মৃ. ১১৬১ হি.), মুহাম্মদ বুখাইত মুত্বী'ঈ রহ. (মৃ. ১৩৫৪ হি.) এই নীতিকে গ্রহণ না করার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। ফলে الأخذ بالأقل এর প্রয়োগ হানাফীদের মাঝে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রহ. তাঁর 'مسلم الثبوت' গ্রন্থে ইবনুল হুমাম রহ.-এর চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে বলেন যে, ইহুদীর ক্ষেত্রে রক্তপণ এক-তৃতীয়াংশ নেয়ার ক্ষেত্রে ইজমা' এর অনুসরণ করা উচিত হবে না।

কারণ الأخذ بالأقل এর ক্ষেত্রে যে الإجماع الضمني তথা কম সংখ্যার উপর ইজমার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় (Al Sihlawī 2002, 2/292)।

নিযামুদ্দীন শিহলভী রহ. 'مسلم الثبوت' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'فواتح الرحموت' এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এখানের এক-তৃতীয়াংশের প্রতি সম্ভাবনা পাওয়া যায়, কিন্তু এটি যে শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই হবে, এর বেশি হবে না– তা নিশ্চিত করে বলে যায় না। তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, এটা পরবর্তীদের মতামত, যাদের নিজেদেরই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় (Ibid)।

এই নাকচ করার ধারা অনুসরণ করেন মুহাম্মদ বুখাইত মুত্বী'ঈ রহ.-ও। যেহেতু استصحاب হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তাই তিনি ইজমার দাবির সাথে براءة الذمة এর দাবিকেও নাকচ করেন। তিনি সরাসরি الأخذ بالأقل দুদিকের কোনো দিক থেকেই প্রমাণিত না হওয়ার কথাও ঘোষণা দেন (Al Muṭī'ī 1343H, 4/ 381)।[৯]

দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনা:

দেখা যাচ্ছে, প্রাক-আধুনিক যুগের আগ পর্যন্ত হানাফী ফকীহগণের কাছ থেকে الأخذ بالأقل এর প্রতি পুরোপুরি নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায় না। দাবুসী রহ. এটিকে হানাফীদের উসূল বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা তাঁদের ফিকহী গ্রন্থে এই নীতিমালা প্রয়োগ করে বিভিন্ন মাসআলায় তাঁদের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। মূলত ইবনুল হুমাম (মৃ. ৮৬১ হি.) এবং পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী মুহিবুল্লাহ বিহারী (মৃ. ১১১৯ হি.), নিযামুদ্দীন শিহলভী (মৃ. ১১৬১ হি.) এবং বুখাইত মুত্বী'ঈ (মৃ. ১৩৫৪ হি.) এই নীতিকে গ্রহণ না করার পক্ষে যুক্তি দেন। এ থেকেই 'হানাফী মাযহাবে এই নীতি নাকচ করা হয়েছে'- মর্মে একটি ধারণা আধুনিক গবেষণাপত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। অধুনা ড. ওয়াহাবা যুহাইলীর উক্তি (وقد أنكر الحنفية هذا الأصل) 'হানাফীরা এই নীতিকে অস্বীকার করেছে'- মূলত: এই শেষোক্ত মনোভাবকে সামনে রেখেই বলা হয়েছে (Al Zuhaylī 1986, 920)।

তত্ত্বায়ন ও সিদ্ধান্ত

প্রবন্ধটি তাত্ত্বিক দিক থেকে কয়েকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিপাদন করেছে যার প্রতিটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। যেমন:-

এক: ফিকহ একটি চলিষ্ণু ধারার নাম। ইসলামী ফিকহ প্রাক-আধুনিক যুগে এসে পশ্চাদপদ হয়ে গেছে বলে যারা দাবি করেন, তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, উসূলুল ফিকহ প্রাক-আধুনিক সময়ে এসে মোটেও স্থবির (جمود) হয়ে যায়নি। বরং এটি সতত নিজের অতীতকে বর্তমানের আলোকে পুনর্পাঠ করে চলেছে এবং নিজেকে বদলে নিচ্ছে। এই বদলে

৯. ومجرد كونه الأقل لا يصلح أن يكون دليلا و ودعوى الإجماع غير مسلمة كما علمت كما أن دعوى البراءة الأصلية فيما زاد على الثلث غير مسلمة

যাওয়ার ধারা অভ্যন্তরীণ জ্ঞানকাঠামো ঠিক রেখে নিজস্ব নিয়মরীতি মেনেই ঘটে চলেছে। সম্ভবত উসূলুল ফিকহের এই মৌলিক অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও নিজস্ব নিয়ম রীতি সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণেই অনেকে ফিকহ এবং উসূলুল ফিকহকে স্থবির বলে মনে করে থাকেন।

দুই: একটি ঐতিহ্যবাহী ধারা যেমন তার অতীত দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি বর্তমান থেকেও তার পরিবর্তনের অনুঘটকগুলো খুঁজে নেয়। অন্য দিক থেকে বলতে গেলে, অতীতকে ক্ষমতার উৎস এবং তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হলেও, 'ব্যাখ্যার কর্তৃত্ব' (interpretive agency) বর্তমানে থাকে। এই কর্তৃত্ব কাজে লাগিয়েই মূলত বর্তমানের ফকীহগণ অতীতকে পুনর্পাঠের মাধ্যমে 'বর্তমান-উপযোগী' করে উপস্থাপন করেন এবং ঐতিহ্যের গতিপথ বদলে দেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তে এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটতে পারে? উত্তর হলো, মূলত যে বিষয়গুলোতে পরিবর্তন ঘটে তার সবগুলোর ব্যাপারেই কুরআন-হাদীসে অকাট্য কিছু নেই। বরং এগুলো সবই 'গবেষণাপ্রসূত' বা ইজতিহাদি বিষয়। এসব বিষয় আলোচনার সময় পরমতসহিষ্ণুতা বজায় রাখা এবং এসব বিষয়কে তাদের যথাযথ স্থানে রেখেই আলোচনা করা জরুরি।

তিন: অতীতকে বর্তমানে যেভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়, তার সাথে অতীতের প্রকৃত চিত্রের মিল সব সময় নাও থাকতে পারে। যেমন তাজউদ্দিন সুবকী রহ.-এর মতে, ঐতিহাসিকরা নানা অনুঘটকের কারণে অনেককে প্রশংসা করে উপরে তুলে ফেলেন আবার অনেককে নিচে নামিয়ে ফেলেন, যা সব সময় বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না (Al Subkī 1990, 66)।[১০] অনেক সময় দেখা যায়, অতীতের ভিন্ন মতাবলম্বী আলিমদের একই মতাদর্শিক ছাতার নিচে স্থান দেয়া হয়, তাঁদের ইখতিলাফকে লঘু করে দেখানো হয়। আবার অনেক সময় ঐতিহাসিক বাস্তবতায় কিছু কিছু ক্ষুদ্র মতাদর্শিক বিরোধের ক্ষেত্রেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হয় না। আবার অনেক সময় অতীতকে আংশিকভাবে পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মতাদর্শের অনুকূল চিত্রায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অতীত কোনো পক্ষ-বিপক্ষ মেনে চলে না, বরং অতীত বর্তমানের মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এজন্য অতীতেও বর্তমানের মতো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা বিদ্যমান থাকে, পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে আলোচনা হয়। অনেক সময় কালের আবর্তনে কোনো মতামত প্রাধান্য (ترجيح) লাভ করে, আবার সেই মতামতই কালের আবর্তনে প্রত্যাখ্যাত (مرجوح) হয়ে যায়। অনেক সময় কোনো ধারার প্রথিতযশা আলিমের মতের পরিবর্তনের কারণে পুরো মাযহাবের চিন্তাধারা

১০. মজার বিষয় হচ্ছে, সুবকী তাঁর একটি রিসালাহতে ইমাম যাহাবির ঐতিহাসিক বিনির্মাণকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। পরবর্তিতে সাখাওয়ী (মৃ. ৯০২ হি.) এবং আধুনিক সময়ে আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.বলেন যে, সুবকীর দৃষ্টিভঙ্গিও ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত নয়।

ঐতিহাসিকভাবে অন্যদিকে চলতে শুরু করে। এরকম ঘটনা আল্লামা ইবনে হুমাম রহ.-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এসব বিষয়কে সামনে রেখে ফকীহদের অতীতের অবস্থান এবং বর্তমানের অবস্থানের পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। এজন্য অনেক বিষয়েই মাযহাবের মতামত ঐতিহাসিকভাবে কী ছিল- সেটা সাধারণভাবে বলাটা কঠিন হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কোন ইমাম কী মতামত ধারণ করতেন– সেটা বলাটা অধিকতর যথাযথ। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম অথবা কোনো প্রথিতযশা ফকীহর ব্যক্তিগত মতামতকে বিশ্লেষণ বাদে পুরো মাযহাবের মতামত বলে চালিয়ে দেয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার একেক সময়ে একেক মতামত প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে কোন্ মতামত প্রকৃতপক্ষে মাযহাবের আসল মতামত– সেটা বোঝাও কষ্টসাধ্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে متقدمين (পূর্বসূরি) এবং متأخرين (উত্তরসূরি) বিভাজন করলে সমস্যার মোটেও সমাধান হয় না। কেননা কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে বলা সম্ভব নয় যে, এখান থেকে متأخرين (উত্তরসূরি) শুরু হয়েছে। অনেক মাসআলায় পক্ষ-বিপক্ষের অবস্থানকে শুধুমাত্র সময়ের নিরিখে ভাগ করা যায় না।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে الأخذ بالأقل সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ বিভিন্ন সময়ে কিভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের এই কেন্দ্রিক চিন্তার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে- তার হদিস পাওয়া যায়। দেখা যায়, চিন্তার পরিবর্তন ও বিবর্তন ইসলামী জ্ঞানকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মতামতের ক্রমশ পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য ইসলামী জ্ঞানকাঠামোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং এর বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে। যদিও পরিস্থিতির আলোকে মতামতের পরিবর্তন মাঝে মাঝে অনিবার্য হয়ে পড়ে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ইসলামী জ্ঞান কাঠামোর অকৃত্রিমতাকে সংরক্ষণের জন্য এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরী। এই সচেতনতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে, কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সে বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখা। এই নজরে রাখার জন্য, ইসলামী জ্ঞান কাঠামোর পরিবর্তন এবং চলিষ্ণুতা নিয়ে আরো অনুসন্ধান চালানো জরুরী।

পাশাপাশি পূর্ববর্তীদের মতামত এবং তুরাছি (Heritage) ঐতিহ্যের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতেই চিন্তার বিবর্তন এবং পরিবর্তন ঘটানো জরুরী। এই প্রবন্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে আলিমদের মতামতের বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখানো হয়েছে যে, মতামত-বৈচিত্র্য ও চিন্তাভিন্নতা শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবে বিদ্যমান নয়, বরং একটি মাযহাবের ভিতরেও গুরুত্বপূর্ণ উসূলী ইখতিলাফ থাকতে পারে। الأخذ بالأقل এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির গুরুত্ব পুরোপুরি না বোঝা গেলেও, الأخذ بالأخف বা تتبع رخص المذاهب এর মত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে মাযহাবের অভ্যন্তরীণ ইখতিলাফ যে কতটা বড় হতে পারে তা

বোঝা যায়। আধুনিক যুগে এসে এই সকল পূর্ববর্তী ইখতিলাফকে জনপরিসর থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়; বরং মতবৈচিত্র্যকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণু মানসিকতা তৈরির জন্য আলিমদের চেষ্টা চালানো প্রয়োজন। সর্বোপরি, এ প্রবন্ধটি শুধুমাত্র এ বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করার ইচ্ছা নিয়েই রচিত হয়েছে, যা সামনে আরো আলোচনার দাবি রাখে। বিশেষ করে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে উসূলের অন্য নীতি পাঠ করা হলে আরো আগ্রহ উদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ফলে এই সকল উসূলী নীতিগুলো নিয়ে আরো গভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

Bibliography

Abū Dāwud, Sulaimān Ibn Al Ashʿath Al Azdī Al Sijistānī. 2009. *Sunan Abī Dāwud.* Edited By: Shuʿaib Al Arnaūṭ. Bairūt: Dār Al-Risāla Al ʿĀlamiyya

Abū Zahra, Muḥammad. N.D. *Uṣūl Al-Fiqh.* Cairo: Dār Al Fikr Al ʿArabiyy

Al ʿArūsī, Khālid, "Masʾala Al-Akhdh Bi-Aqall Mā Qīl." Al-Moslim.Net, 17 Shaʿbān, 1437. Accessed From (https://Almoslim.Net/Node/264603).

Al Bayḍāwī, Naṣir Al-Dīn ʿAbd Allāh Ibn ʿUmar. 2008. *Minhāj Al Wuṣūl Ilā ʿIlm Al Uṣūl.* Beirut: Dār Ibn Ḥazm

Al Bughā, Muṣṭafā Dīb. 1999. *Athr Al-Adilla Al-Mukhtalaf Fīhā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī,* Damascus: Dār Al-Imām Al-Bukhārī

Al Dabūsī, Abū Zayd ʿUbayd Allāh ʿUmar Ibn ʿĪsā Al-Ḥanafī. N.D. *Taʿsīs Al-Naẓr.*Beirut: Dār Ibn Zaydūn

Al Ghananeem, Quadhāfi. 2009. "Al-Akhdh Bi-Aqall Mā Qīl Fī Ithbāt Al-Aḥkām Al-Sharʿiyya Ḥaqīqatuhū Wa-Ḥujjiyatihū Wa-Shurūṭuhū" *Dirāsāt ʿUlūm Al-Sharʿiyya Wa L-Qanūn 36 (Mulḥaq)* ʿImāda Al-Baḥth Al-ʿIlmī, Al-Jāmiʿa Al-Urduniyya, 839- 854.

Al Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. 1993. *Al Muṣṭaṣfā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al ʿIlmiyya

Ali, Ahmad. 2018. *Tulonamulok Fiqh*, Dhaka: Islamic Law Reasearch And Legal Aid Center

Al Isnawī, Jamāl Al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd Al-Raḥīm.1999. *Nihāya Al-Sūl Sharḥ Minhāj Al-Uṣūl*. Beirut: Dār Al Kutub Al ʿIlmiyya

Al Lakhnawī, ʿAbd Al Ḥayy. 1417H. *Sharḥ Al-Ḥidāya.* Karachi: Idāra Al-Qurʾān

Al Marghīnānī, Abū Al-Ḥasan Burhān Al-Dīn ʿAliyy Ibn Abī Bakr Al-Farghānī. N.D. *Al Hidāya Fī Sharḥ Bidāya Al-Mubtadiʾ,* Edited By: Ṭalāl Yūsuf . Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāth Alʿ Arabiyy

Al Mashshāṭ, Ḥasan Ibn Muḥammad. 1990. *Al Zawāhir Al Thamīna Fī Bayān Adilla ʿĀlim Al-Madīna.* Edited By:ʿAbd Al Wahhab Ibn Ibrāhīm Abū Sulaymān. Beirūt: Dār Al-Gharb Al Islāmī

Al Muṭīʿī, Muḥammad Bukhayt. 1343. *Sullam Al-Wuṣūl Li-Sharḥ Nihāya Al-Sūl* .Riyad: Dār ʿĀlam Al Kutub

Al Razī, Abū ʿAbd Allāḥ Fakhr Al-Dīn Muḥammad Ibn ʿUmr Ibn Al-Ḥasan. 1997. *Maḥṣūl Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Edited by: Ṭaha Jābir Al-ʿAlwānī. Beirut: Muʾassa Al-Risāla

Al Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿAliyy. 1994. *Aḥkām Al-Qurʾān,* Edited by: ʿAbd Al-Salām Shahīn. Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya

- 1994. *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl.* Edited by: ʿAjīl Jāsim Al Nashmī . Al Kuwait: Wajāra Al Awqāf Al Kuwaitiyya

Al Samʿānī, Abū Al Muẓaffar Manṣūr Ibn Al-Marūzī. 1999. *Qawāṭiʿ Al Adilla Fī Al Uṣūl.* Edited by: Muhammad Ḥasan. Beirut: Dār Al-Kutub Al ʿIlmiyya

Al Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl. N.D. *Mabsūṭ,* Beirut: Dār Al-MaʿRifa

- N.D.*Uṣūl Al-Sarakhsī*. Edited by: Abū Al-Wafāʾ Al Afghānī. Beirut: Dār Al-MaʿRifa

Al Shāfiʿī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs. 1983. *Al Umm,* Beirut: Dār Al-Fikr

Al Shawkānī, Muḥammad Ibn ʿAliyy Ibn Muḥmmad Ibn ʿAbd Allāh Al-Yamanī. 1999. *Irshād Al-Fuḥūl Īla Taḥqīq Al Ḥaqq Min ʿIlm Al-Uṣūl,* Dār Al-Kitāb Al ʿArabiyy

Al Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn ʿAliyy Ibn Yūsuf. 2003. *Al Lamʿ Fī Uṣūl Al-Fiqh.* Beirut: Dār Al-Kutub Al ʿIlmiyya

Al Sihlawī, ʿAbd Al ʿAliyy Muḥammad Ibn Niẓām Al Dīn Muḥammad Al Anṣārī. 2002. *Fawātiḥ Al-Raḥmūt Bi-Sharḥ Musallam Al-Thubūt Li Muḥib Allāh Al-Bihārī*. Beirūt: Dār Al-Kutub Al ʿIlmiyya

Al Sīsī, Ṭāhir Muʿtamad Khalīfa, "QāʿIda "Al-Akhdhu Bi-Aqalli Mā Qīla" Wa-Taṭbīqātuhā Al-Fiqhiyya" *Majallah Kulliyah Al-Dirāsāt Al-Islāmiyya Wa L-ʿArabiyya Li-L-Banāt Bi-Jāmiʿa Al-Azhar 5(1)* 2021, 313-360. Accessed From: Https://Fica.Journals.Ekb.Eg/Article_211538.Html.

Al Subkī, ʿAliyy Ibn ʿAbd Al-Kāfī Al-Subkī And Tāj Al-Dīn Al-Subkī. 1984. *Al-Ibhāj Fī Sharḥ Al-Minhāj,* Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya,

Al Subkī, Tāj Al-Dīn ʿAbd Al-Wahhāb Ibn ʿAliyy. 1990. "Qāʿida Fī Al Muʾarrikhīn" In *Arbaʿ Rasāʾil Fī ʿUlūm Al Ḥadīth.* Beirut: Dār Al Bashāʾir Al Islāmiyya

Al Shawshāwī, Abū ʿAbd Allāh Al Ḥusayn Ibn ʿAliyy Ibn Ṭalḥa Al Rajrāḥī. 2004. *Raf‘ Al-Niqāb ʿAn Tanqīh Al-Shihāb.* Edited By: ʿAbd Al Raḥmān Ibn ʿAbd Allāh Al Jibrīn. Riyāḍ: Maktaba Al Rushd

Al Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad Al Lakhmī. 1998. *Al Muwāfaqāt*. Edited By: Abū ʿUbayda Mashhūr Ibn Ḥasan ʾĀl Salmān. Cairo: Dār Ibn ʿAffān

Al Usmandī, Alʿalā Al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Ḥamīd. 1992. *Badhl Al-Naẓr Fī Al-Uṣūl,* Muḥammad Zakiyy ʿAbd Al-Barr Eds. Cairo: Maktaba Al-Turāth

Al Zarakshī, Abū ʿAbd Allāh Badr Al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd Allāh Ibn Bahādur. 1994. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Fī Uṣūl Al Fiqh,* Dār Al-Kutubī

Al Zuhaylī, Wahaba. 1986. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damascus: Dār Al-Fikr

Bint ʿĪid Al Mālikī, Turkiyya. 2006. *Taḥrīr Maḥall Al-Nizāʿ Fī Al-Masāʾil Al-Ūṣūliyya Al-Mutaʿllaqa Bi L-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā,* Master's Thesis, Jāmiʿa Al-Imām Muḥammad Ibn Saʿūd Al Islāmiyya

Ibn Al Humām, Kamāl Al Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Wāḥid Al Iskandarī Al Ḥanafī. 1351 H. *Al Taḥrīr Fī Uṣūl Al-Fiqh.* Cairo: Muṣṭafā Bāb Al-Ḥalabī

- 1970. *Fatḥ Al Qadīr ʿAlā L-Hidāya*, Cairo: Muṣṭafā Bāb Al Ḥalabī

Ibn Amīr Hājj, Abū ʿAbd Allāh Shams Al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad. 1984. *Al-Taqrīr Wal Taḥbīr*. Beirut: Dār Al Kutub Al ʿIlmiyya,

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAliyy Ibn Aḥmad. N.D. *Al Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām.*Edited by: Aḥmad Muḥammad Shākir. Beirūt: Dār Al-Afāq Al-Jadīda

Ibn Juzay, Abū Al Qāsim Muḥammad Ibn Aḥmad Al Kalbī Al Gharnāṭī. 2003. *Taqrīb Al Wuṣūl Ilā ʿIlm Al Uṣūl.* Beirut: Dār Al Kutub Al ʿIlmiyya

Ibn Mufliḥ, Shams Al-Dīn Muḥammad Al-Maqdisī Al-Ḥanbalī. 1999. *Uṣūl Al-Fiqh,* Fahd Ibn Muḥammad Al-Sadaḥan Eds. Riyāḍ: Maktaba Al-ʿUbaykān

Kardam, Muḥammad Mitʿab Saʿīd. ND. "Al Akhdh Bil Ashadd Wa l Akhaff Min Al Fatawā ʿInd Al Uṣūliyyīn" *Annual Magazine Of Kulliya Al-Dirāsāt Al-Islāmiyya Wa-L ʿArabiyya Li-L-Banāt Bil Iskandariyya* 3(36) 537-577. Accessed From: (https://bfda.journals.ekb.eg/article_105736_eb62e3a0cc75b3c4f0de25ad2f6c2502.pdf)

Ūthmān, Maḥmūd Ḥāmid. 2002. *Al Qamūs Al Mubīn Fī Iṣṭilāḥāt Al-Uṣūliyyīn*. Riyāḍ: Dār al-Zāḥim

Zaydān, ʿAbd Al-Karīm. 2009. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh.* Beirut: Muʾassasa Risāla